ইউনিট ১৪

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন
[Teacher Education and Curriculum Implementation]

ভূমিকা

একটি শিক্ষাক্রম যত উত্তম হোক না কেন বিদ্যালয়ে তা আপনা আপনি বাস্তবায়িত হবে এর নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। একটি উদ্ভাবনীমূলক ও আধুনিক শিক্ষাক্রমও ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এহেন অবস্থা যেন না হয় তৎজন্য বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে শিক্ষকবৃন্দকে সম্পৃক্তকরণ অপরিহার্য আর এ জন্য দরকার কার্যকর সবল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এছাড়া কোন কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারী দলের উপর ন্যস্ত থাকে। আবার কোন কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষা প্রশাসকের উপর। কিন্তু শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব যারই হোক না কেন তৎজন্য সর্বাগ্রে, শিক্ষকবৃন্দকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে সে সঙ্গে কতকগুলো অত্যন্ত জরুরি প্রস্তুতিমূলক কাজ ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সকল শিক্ষা ব্যবস্থায়ই করতে হয়।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন অপেক্ষা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন একটি জটিল কাজ। একাজে শত শত বিদ্যালয়, হাজার হাজার শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও অভিভাবক সম্পৃক্ত থাকে। এ কারণে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নেটওর্য়াক প্রস্তুত, প্রয়োজনীয় যোগান দেওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষকবৃন্দকে পরিচিতি প্রশিক্ষণ দান অপরিহার্য। সে সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, পরীক্ষা গ্রহণকারী বোর্ড এবং সমাজের শিক্ষা সচেতন নাগরিকবৃন্দকে অবহিত করার দরকার হয়। বর্তমান ইউনিটের সমগ্র বিষয়বস্তুকে দুইটি পাঠে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই পাঠ দুইটি হচ্ছে:

পাঠ- ১৪.১: শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক

পাঠ- ১৪.২: শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সামগ্রিক কার্যক্রমে শিক্ষকের ভূমিকা

পাঠ ১৪.১ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মৌলিক দিকগুলো বিবৃত করতে পারবেন।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

নতুন পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য দুই ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের দরকার হয়। প্রথমটি হল কর্মরত (In-Service) শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয়টি হল চাকুরীপূর্ব (Pre-Service) প্রশিক্ষণ। চাকুরীরত শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এই কার্যক্রমের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

১. কয়টি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হলে পর্যায়ে সংখ্যা বেশি হয়। আবার পর্যায় সংখ্যা বেশি হলে সিস্টেম লসের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, উচ্চপর্যায়ে প্রশিক্ষকবৃন্দকে পরিচিতি প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থাকরণ।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে মুখ্য (Core-Trainer) প্রশিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাই প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্বে পালন করে থাকেন এবং তাঁদের কর্মতৎপরতার উপরই প্রশিক্ষণের গুনগত মান অনেকাংশ নির্ভর করে।

৪. তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক হলেন মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক (Field Level Trainer)। তাঁরাই শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করে থাকেন। এদের প্রশিক্ষণ বিভাগ কিংবা জেলা পর্যায়ে আয়োজিত হয়। তাঁদের মূল দায়িত্ব হল শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দকে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বিষয়ভিত্তিক নবতর দিক সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দকে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং কোন পদ্ধতিতে শ্রেণিপাঠ আয়োজন করতে হবে প্রদর্শনী পাঠের মাধ্যমে বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়া।

৫. চতুর্থ পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ দান করা। এই প্রশিক্ষণ দেশব্যাপী পরিচালিত হয়। সে কারণে প্রশিক্ষণ সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র-পত্রিকা রেডিও, টিভি ও অন্যান্য মাধ্যমে অবহিত করা যাতে স্বস্ব দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ইতিবাচক ভূমিকা প্রদান করতে পারেন।

উপরোক্ত পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশদ নির্ঘন্ট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণয়ন করতে হয়। এই নির্ঘন্টটি প্রশিক্ষণ শুরু করার পূর্বেই প্রণয়ন করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হয়।

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীপূর্ব শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। তৎজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে এর সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করার পর এসব দুর্বলতা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হয়। কোন বিষয়ের কোন স্থানে নবতর দিকগুলো

সংযোজিত হবে তার সংযোগ সন্ধি (Plug-Point) চিহ্নিতকরণ। অতঃপর শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে শিক্ষক প্রশিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করা। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণরত ভবিষ্যৎ শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। অন্যদিকে চাকুরীরত শিক্ষকবৃন্দকে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিমার্জত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অবিহিতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি করতে বিলম্ব হলে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকবৃন্দ নবতর দিক সম্পর্কে জানতে পারেন না ফলে তাঁরা পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হননা। সে কারণে চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণেও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং তদানুসারে প্রশিক্ষণদানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ভূমিকা

পরিমার্জিত/নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (কর্মরত ও চাকুরীপূর্ব) নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন:

১. সম্প্রতিকালের শিক্ষাক্রম পরিমার্জিতকরণের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২. শিক্ষাক্রমের নবতর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে শ্রেণি পাঠদানের সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

৩. নবতর শিখন অভিজ্ঞতা (New Learning Experiences) ও শিক্ষার পরিমার্জিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে ও বুঝতে পারেন।

৪. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য বুঝা এবং তদানুসারে তা বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা।

৫. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নিজকে প্রস্তুতকরা।

৬. নবতর পাঠদান কলা কৌশল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শ্রেণি পাঠদানে তা কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হওয়া।

৭. স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে কিভাবে কার্যকর শিক্ষা দান করে শিখনকে আরও আকষর্ণীয় করে তোলা যায় তা জানা।

৮. শিখন শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা হল অর্জন করা ও প্রয়োগ সমর্থ হওয়া।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মৌলিক দিক

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কতকগুলো মৌলিক দিক রয়েছে এগুলো সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এছাড়া এগুলো শিক্ষকবৃন্দ নিজে নিজেও শিখে নিতে পারেন। একজন প্রশিক্ষণরত শিক্ষক অনুশীলনের মাধ্যমে এগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের মৌলিক দিক গুলো হল:

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনা সর্ম্পকে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের পর্যায় (স্তর) ও লক্ষ্যদল জানা।

৩. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল জানা।

৪. বিস্তরণ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠন কৌশল জানা এবং নিজে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করা।

৫. সামগ্রিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা জানা এবং তদানুসারে অপরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬. বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ গুলোর নাম ও এদের ব্যবহার জানা।

৭. বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং কে প্রশিক্ষক হবেন কে আর্থিক লেনদেন করবেন ইত্যাদি জেনে তা পালন করা।

৮. প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম জানা ও স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

৯. নিজ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

১০. সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম কার্যকর বাস্তবায়নে কয় ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের দরকার হয়?
ক) চার ধরনের
খ) তিন ধরনের
গ) দুই ধরনের
ঘ) এক ধরনের।

২। চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণ দানের জন্য কোন কাজটি প্রথমে করতে হয়?
ক) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা
খ) প্রশিক্ষণের বাজেট তৈরি করা
গ) প্রশিক্ষণ সামগ্রী মুদ্রণ করা
ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচার করা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে মৌলিক দিকগুলো কি?

২. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রথম কাজ কোনটি?

৩. সংযোগ সন্ধি (Plug Point) কি এবং চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণে এর দরকার কেন?

৪. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের স্তর/পর্যায় কয়টি ও কি কি?

পাঠ ১৪.২ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সামগ্রিক কার্যক্রমে শিক্ষকের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক সম্পৃক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা বিবৃত করতে পারবেন;
- মুখ্য প্রশিক্ষকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;
- শ্রেণি শিক্ষকের দায়িত্ব কি হবে তার বিশদ বর্ণনা দিতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমে শিক্ষক সম্পৃক্তকরণ

শিক্ষা জাতির জীবনশক্তিকে ধারণ করে। শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা একটি জাতির আশা আকাঙ্খা রূপায়ণের ও ভবিষৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। উন্নত জীবন যাপন ও সমাজের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী করে তোলে। শিক্ষা ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলী এবং সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ জানতে সহায়তা করে এবং সে সঙ্গে কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা মানুষে মানুষে মৈত্রী ইত্যাদি গুণের অধিকারী করে তোলে। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দক্ষ, উৎপাদনক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর অর্পিত। শিক্ষা মানুষকে দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলে, নেতৃত্ব দানের গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করে। অর্থাৎ দেশপ্রেম, মানবতা, নৈতিক মূল্যবোধ, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব সংগঠনের গুণাবলি, চারিত্রিক গুণাবলি, সৃজনশীলতা, সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি বিকাশের মূল হল শিক্ষা। এরূপ গুণাবলি বিকাশের জন্য দরকার একটি আধুনিক শিক্ষাক্রম। আর এধরনের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষকের। কারণ শিক্ষকই এটি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেন। এ উপলব্ধি থেকেই বর্তমানে শিক্ষাক্রম রচনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে অপরিহার্য কুশলী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকেন শিক্ষক। এসব কারণে শিক্ষাক্রম রচনা, বাস্তবায়ন, পরিমার্জন ইত্যাদি সবকাজে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নিম্নোক্ত কার্যাদিতে সহায়তাদানের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত দিকে সহায়তা ও পরামর্শ দিতে পারেন।

- প্রচলিত শিক্ষাক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে কতটুকু সমর্থ সে সম্পর্কে সঠিক অভিমত শিক্ষকবৃন্দই প্রদান করতে পারেন।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কোন কোন দিকের কার্যকারিতা সময় বিবর্তনে হারিয়ে গেছে সেগুলো কেবলমাত্র শিক্ষকই যুক্তি সহকারে চিহ্নিত করতে পারেন।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে সময়ের ও জাতীয় শিক্ষার চাহিদার সাথে সচল রাখার জন্য কোন কোন নবতর দিক সংযোজন করতে হবে শিক্ষকরাই তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে যথাযথভাবে, যথাস্থানে সংযোজন করতে এবং শিখন চাহিদা কি তা একজন শিক্ষক ঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারেন।

- শিক্ষাক্রমের প্রণীত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনযোগ্য কি না তা শিক্ষকবৃন্দই সঠিকভাবে বলতে পারেন।
- চিহ্নিত বিষয়বস্তও প্রণীত শিখন সামগ্রীগুলো সফলভাবে শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো যাবে কিনা সে সম্পর্কে একমাত্র শিক্ষকই সঠিক মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণে কোন কোন দিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কত সময়ব্যাপী এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দই সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি- এ তিনটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কিনা তা শিক্ষকবৃন্দই সূক্ষভাবে বিচার করে অভিমত প্রদান করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে চিহ্নিত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য কি ধরনের শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি অপরিহার্য তা শিক্ষকই বলতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা ও শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের পরিমাপ কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তা আমাদের শিক্ষকবৃন্দ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে কেবল মাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষকই নির্ভরযোগ্য অভিমত নিতে পারেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে শিক্ষক প্রশিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পরে কাজটি হল প্রণীত শিক্ষাক্রমটি লক্ষ্যদলে কাছে "সিস্টেম লস" ব্যতীত পৌছে দেওয়া। একাজটি বলা যত সহজ বাস্তবায়ন করা তত সহজ নয়। কারণ বাস্তবায়নে শতশত প্রশিক্ষক, ব্যবস্থাপক, হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান, লক্ষ লক্ষ শিক্ষক তাও আবার বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বিষয়ের যাদেরকে এক গ্রীডে এনে একইভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। কারণ বিষয় জ্ঞান সম্পন্ন, প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী প্রশিক্ষক বিস্তরণ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম ও তার যোগান ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের মূলচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেন। দক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষকের অভাবেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন ধারা ব্যাহত হচ্ছে। কারণ প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন বটে কিন্তু এর গুণগত দিক সমভাবে গড়তে সমর্থ হননা।

মূখ্য প্রশিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্য

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনে জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকের সংখ্যা উন্নয়নশীল দেশে খুবই কম। বাংলাদেশসহ প্রায় অধিকাংশ দেশেই একই ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষকের যুগপৎ দায়িত্ব পালন করতে হয় বিধায় প্রশিক্ষণের গুণগত মান অর্জন ব্যাহত হয়। এককভাবে কেবল প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমানে এক দল বিশেষজ্ঞকে কোর ট্রেনার বা মূখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়। এসব মূখ্য প্রশিক্ষক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করলে দেখা যায় যে প্রশিক্ষণে গুণগত মান বাড়ে। সে সঙ্গে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে মুখ্য প্রশিক্ষকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেই প্রশিক্ষণের মান বাড়ে এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা যায়। প্রশিক্ষণের অপরাপর যোগান যথাসময়ে, যথাস্থানে ও নাগালে থাকলে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিবেশ প্রশিক্ষণের অনুকূল ও আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য সামাজিক ও অভ্যাসগত দিকের সহজলভ্যতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপরে বর্ণিত দায়িত্বগুলো সুষ্ঠুভাবে পালনের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হলেন শিক্ষক আর এ দায়িত্ব পালনে তিনি আগ্রহ বোধ করেন এবং অপরকে শিখিয়ে আত্মতৃপ্তি পান। কারণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দর্শন থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু রচনা প্রাক মূল্যায়ন, পরিমার্জিত বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত নতুন

দিক এবং তা কোন কৌশলে পাঠদান করলে সহজে ভালভাবে শিখতে পারবে তা তিনি ভালভাবে জানেন এবং অপরকে আরও ভাল করে জানাতে পারেন।

শ্রেণী শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শ্রেণি শিক্ষকের উপর। কারণ তিনিই শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিক্ষত বিষয়বস্তু পাঠদানের মাধ্যমে মূল লক্ষ্যদল শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরেন। এ লক্ষ্যে শ্রেণি শিক্ষককে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সমর্থকরণে শিক্ষাক্রমের যে দিকটি তিনি পালন করবেন তা পুরোপুরি ভাবে হাতে কলমে বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দেওয়া। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা তিনি কিভাবে শ্রেণি পাঠদানে কাজে লাগাবেন তা স্পষ্ঠভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের যে যে দিক শ্রেণি শিক্ষককে অবশ্যই জানাতে হবে সেগুলো হল:

১. শ্রেণি শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাক্রম কোন কোন নতুন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কেন তা বুঝিয়ে দেওয়া।

২. শ্রেণি শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন অংশ এবং কেন বাদ দেওয়া হয়েছে তা বুঝিয়ে বলা।

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন দিকগুলো সম্পর্কে শ্রেণিশিক্ষকের জ্ঞান, ধারণা, শিক্ষদান কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে দক্ষতা প্রদান করা।

৪. সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে কোন অধ্যায়ে সংযোজিত হযেছে তা দেখিয়ে ও জানিয়ে দেওয়া। এবং এ বিষয়ে জ্ঞান প্রসারিতকরণে রেফারেন্স পুস্তকের উৎস সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়া।

৫. প্রশিক্ষণের পর এতদ বিষয়ে কোন পুস্তক থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে তা দেখিয়ে দেওয়া।

৬. সার্বক্ষণিক সহায়তা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা।

৭. নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সহকর্মীর নিকট খোলাখুলি আলোচনা করা।

৮. সর্বোপরি এতদবিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে যোগাযোগ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১। শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা কি তা কে যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে পারেন?
ক) শিক্ষক
খ) শিক্ষার্থী
গ) অভিভাবক
ঘ) শিক্ষক্রম প্রণেতা।

২। প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষক প্রশিক্ষকে দায়িত্ব পালন করলে কোনটি গড়ে তুলতে সমর্থ হন না?
ক) দক্ষতা
খ) গুণগত দিকের ভারসাম্য
গ) ব্যবস্থাপনা
ঘ) ধারাবাহিকতা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষকের দায়িত্ব কি কি?

২. প্রশিক্ষণ সুষ্ঠু করতে হলে আর কি কি দরকার?

৩. প্রশিক্ষণে শিক্ষক প্রশিক্ষকের দায়িত্ব কি কি?

৪. শিক্ষার কাজ কি কি?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.১: ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.২: ১। ক ২। খ